R. N No. 2582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-03

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-ওয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৮৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১২ সাল। ৪ঠা মে, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

বিগত লোকসভা নির্বাচনের ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল কি বাড়তি কোন প্রভাব ফেলবে জঙ্গিপুর পৌর নির্বাচনে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরের ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল : ওয়ার্ড নং ১ কংগ্রেস ৫৫৬ সি পি এম ৬৬৫, ওয়ার্ড নং ২ কংগ্রেস ৫৩৯ সি পি এম ৬৮৭, ওয়ার্ড নং ৩ কংগ্রেস ৭৬৫ সি পি এম ৪৩৮, ওয়ার্ড নং ৪ কংগ্রেস ৬৪৭ সি পি এম ৫৫৫, ওয়ার্ড নং ৫ কংগ্রেস ৮৩২ সি পি এম ৪১৩, ওয়ার্ড নং ৬ কংগ্রেস ৭০২ সি পি এম ৮৪৩, ওয়ার্ড নং ৭ কংগ্রেস ৭৯৫ সি পি এম ৬৭৭, ওয়ার্ড নং ৮ কংগ্রেস ৯৫২ সি পি এম ৮৩৬, ওয়ার্ড নং ৯ কংগ্রেস ১০২৯ সি পি এম ৬৯৬, ওয়ার্ড নং ১০ কংগ্রেস ৭৬৮ সি পি এম ৬৭৪, ওয়ার্ড নং ১১ কংগ্রেস ১০১৪ সি পি এম ৪৫৮, ওয়ার্ড নং ১২ কংগ্রেস ৫৫৪ সি পি এম ৭৮৪, ওয়ার্ড নং ১৩ কংগ্রেস ৭৬৫ সি পি এম ৬৯৩, ওয়ার্ড নং ১৪ কংগ্রেস ৮৩০ সি পি এম ৫২৯, ওয়ার্ড নং ১৫ কংগ্রেস ১০০১ সি পি এম ৫৭২, ওয়ার্ড নং ১৬ কংগ্রেস ৯১১ সি পি এম ৫০৮, ওয়ার্ড নং ১৭ কংগ্রেস ১০৫৮ সি পি এম ৫২০, ওয়ার্ড নং ১৮ কংগ্রেস ১১৩০ সি পি এম ৬২২, ওয়ার্ড নং ১৯ কংগ্রেস ৭৯১ সি পি এম ৪৩২, ওয়ার্ড নং ২০ কংগ্রেস ৭২৩ সি পি এম ২৯৯। এ ভাবনায় টাউন কংগ্রেস আশাবাদী। ওদের বক্তব্য প্রণববাবুর উপস্থিতি ও এ্যান্টি-ইন-কামবেন্সি ভোটের মাত্রার পারা তাদের দিকেই বাড়িয়ে দেবে। বিগত লোকসভার ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল নির্ভর ভোটের আশায় থেকে কংগ্রেস যদি প্রচার, প্রসারে নিরত হয় তাহলে ফল হবে দুরাশা। এ্যান্টি-ইন-কামবেন্সি বা ব্যক্তিগত ক্ষোভই এবার উন্নয়ন সত্ত্বেও শাসক দলকে চাপে রেখেছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। ১৫ নং ওয়ার্ডে দলীয় ক্ষমতায় থাকার সুবিধা, রাতারাতি উন্নয়নের ঢেউ মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। ভোটের বাজারে ১৫র (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিড়ির মজুরী বৃদ্ধির দায় প্রণবের নয়, রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুর ভোটকে সামনে রেখে মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি সেখ নিজামুদ্দিনের গত ২৬ এপ্রিলের ডাকা এক প্রেস মিট-এ তিনি বলেন, "পৌর ভোটকে বামতাড়িত করতে ওদের নেতা শ্যামল চক্রবর্তী বিড়ি শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরী ৩৭'২০ পয়সা লাগু না করার দায় চাপালেন প্রণব মুখার্জীর কাঁধে। নিজামুদ্দিন বলেন, এহেন হাস্যাস্পদ অভিযোগ এর আগে শুনিনি। রাজ্য শ্রম মন্ত্রী ও কল্যাণ দপ্তরের কাজ হলো মজুরী বৃদ্ধি করা।" ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন ও অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে রেজাউল করিম ও অন্যান্য নয়টি ইউনিয়নের উপস্থিতিতে মজুরী বৃদ্ধি স্বীকৃত হয়। ১৭/১০/২০০১ সালের ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন সি, আই, টি, ইউ নেতা তুষার দে, চন্দ্রেশ্বর সরকার, হোসেন আলি, আবুল সঈদ, আই, এন, টি, ইউ, সির বাদশার আলি, দিপালী সাহা প্রমুখ। ২০০৩ ধূমপান আইন প্রযোজ্য হওয়ায় বিড়ি শিল্প এক সংকটের মুখে পড়েছে বলে তিনি দাবী করেন। মালদা, বীরভূম, দিনাজপুর, নবদ্বীপ সর্বত্র একই মজুরীর দাবী করে কংগ্রেস সমর্থিত মজদুর ইউনিয়ন আই, এন, টি, ইউ, সি। প্রণববাবু বিড়ি শ্রমিকদের উন্নয়নের স্বার্থে হাউসিং, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার স্কুল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ৬২ কোটি টাকা ধার্য করেছেন। অর্ধেক টাকা স্টেট গভর্মেন্ট ও অর্ধেক টাকা কেন্দ্র সরকার দেবে। ৩১ কোটি টাকা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। প্রেস কনফারেন্সে নিজামুদ্দিনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সমীর পণ্ডিত, (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাগীরথীতে বিশাল ফাটল জঙ্গিপুর শহর বিপন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাগীরথী নদীর পার বরাবর জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে কলেজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় দু তিন হাত ফাটলের সৃষ্টি হয়ে সারা শহরকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কোথাও ধস আকারে বেশ কিছুটা নেমেও গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষের রাতের ঘুম চলে গেছে কখন কি হয় দুর্ভাবনায়। এবারের খরা মরশুমে বৃষ্টি না হওয়ায় নদীর জলের স্তর অনেকটা নেমে গিয়েছে। এছাড়া চুক্তি মত ফরাক্কা থেকে বাংলাদেশকে জল দেয়ায় নাকি এই স্তর নেমে যাওয়ার কারণ। স্থানীয় সেচ দপ্তর সূত্রে খবর এ্যান্টি ইরোশন দপ্তর উপর মহলে ঘটনাটা জানিয়েছে। বিভাগীয় আধিকারিকরা নাকি সরজমিন তদন্তে আসছেন। জঙ্গিপুরের এই সংকটময় মুহূর্তে সরকারী তরফে এখন পর্যন্ত কোন হেলদোল নেই।

নয়নজলি থেকে বাৎসরিক পরীক্ষার ৫১৪টি উত্তরপত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ৫১৪টি ইংরাজী প্রশ্নপত্রের খাতা স্থানীয় গোডাউন কলোনীর নয়নজলি থেকে পুলিশ গত সপ্তাহে উদ্ধার করে। এ প্রসঙ্গে স্কুলের হেড মাষ্টার স্বপন দাস জানান— খাতা দেখার দায়িত্বে ছিলেন ঐ স্কুলের স্থায়ী শিক্ষক সমীরকুমার সোরেন। তিনি এখানে একটি মেসে থাকেন। বাড়ী গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে খাতার বান্ডিলটি তাঁর মেস থেকে উধাও হয়ে যায়। ঘটনাটা জানতে পেরে প্রধান শিক্ষক টিচার্স কাউন্সিলের সভা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ পুরসভা ভোট প্রসঙ্গ ॥

মুর্শিদাবাদ জেলার পুরসভাগুলি ভোটরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছে। ছয়টি পুরসভার দুইটি—বেলডাঙ্গা ও জঙ্গিপুর পুরসভা বামফ্রন্টের দখলে রহিয়াছে। কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী পুরসভা, সকলেই নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে চেষ্টার যে কসুর করিবে না, তাহা অনস্বীকার্য। বরং কোন্ কোন্ পুরসভা নূতন করিয়া হাতে পাওয়া যায়, তাহার কথাও ভাবা হইতেছে। পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের হাওয়া পুরসভাগুলির নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল এই দলকে দুর্বল করিয়া দিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বামফ্রন্ট এই সুযোগকে কতখানি কাজে লাগাইতে পারিবে, তাহা দেখার।

ভোটের পূর্ব হইতেই কান্দি, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা, জঙ্গিপুর এলাকাস্থ ক্ষমতাসীন পুর বোর্ড বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা ঘাট ও নর্দমা সংস্কার করিতে তৎপর হইয়াছে। বিরোধী দল এই কাজকে নির্বাচনী চমক আখ্যা দিয়া বিষয়কে হালকা করিতে চাহিতেছে। মুর্শিদাবাদ পুরসভায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দুই শিবির—(সুরঞ্জিত বসাকের ও প্রাক্তন মন্ত্রী ছায়া ঘোষের) লড়াকু হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে অধীরপন্থী নির্দল প্রার্থীর সহিত মান্নান হোসেন অনুগামী দলীয় প্রার্থীদের লড়াই, অন্যদিকে কান্দি পুরসভায় অতীশ পন্থীদের সঙ্গে অধীর পন্থীদের রেষারেষি অন্যমাত্রা আনিয়া দিয়াছে।

জঙ্গিপুর পুরসভার কংগ্রেসী রাজনীতি কতটা স্ববশে আনিতে পারিবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। জঙ্গিপুরে ও রঘুনাথগঞ্জের ওয়ার্ডগুলিতে ট্যাপের জল সরবরাহ লইয়া নানা কথা পুরবাসীরা শুনিয়াছেন। উপস্থিত রঘুনাথগঞ্জ পারের ভাগ্য খুলিয়াছে; ট্যাপের জল সরবরাহ করা হইতেছে। অবশ্য পুরসভার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, জলের চাপ কম থাকায় বাড়ী বাড়ী এই জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না; রাস্তার ট্যাপকল হইতে জল লইতে হইবে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, পুরসভার নির্বাচনে জনসমর্থন পাইবার জন্য বর্তমান চেয়ারম্যান রঘুনাথগঞ্জ পারে একরকমভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর ডিডিটি স্প্রে করিয়া মশা মারার কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন। মশার উপদ্রব নিদারুণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

জঙ্গিপুর পার হইতে যে পাইপ লাইন রঘুনাথগঞ্জ পারে আনিয়া জল সরবরাহ করা হইবে না বলা হইয়াছিল, তাহা এখন আর বলা যায় না। জল আসিতেছে। কম চাপ বিশিষ্ট জল রাস্তার ট্যাপকলে মিলিতেছে। যাহা হউক নিদারুণ খরায় জল ত মিলিল! এখন চাপ ঠিকমত কবে হইবে, সেই প্রত্যাশায় সকলে আছেন।

প্রণাম

শীলভদ্র সান্যাল

বিধাতার বাঞ্ছিত অনুগ্রহে
জন্মাবধি তুমি 'পন্ডিত' হে !
গন্ডা গন্ডা যত পন্ডিতকুল
নামের পুচ্ছে ভাগে ডিগ্রি লাঙ্গুল
মার্জিত বাসে মন্ডিত যে,
তোমার সকাশে সব দন্ডিত হে !
ধনীজন গর্ব খর্ব করি
ক্ষুদ্র ট্যাঁকে ফুটা মুদ্রা ধরি
প্রত্যয় ভরে তার প্রদর্শনে
চমৎকৃত কর গৌরজনে।
গল্পকথার মত স্বল্পবেশে
বঙ্গের ষড়ঋতু নির্বিশেষে
নিত্য তুচ্ছ করি গ্রীষ্ম বা শীত
অনাবৃত গাত্রে যজ্ঞোপবীত !
স্থৈর্যের যেন তুমি হিমাদ্রি হে,
পর্ণকুটির হ'তে রাজগৃহে
সম্বৎসর সম্পদ বিপদে
বিচিত্র বাসে ও নগ্ন পদে
যত্র মতি তব তত্র গতি,
অন্যের কটাক্ষে না মানি ক্ষতি।
অক্লেশে নৃপতির ফিরাইয়া দান
অক্ষয় রাখিয়াছ আত্মাভিমান।
জয় করিয়াছ তুমি দারিদ্র্য হে—
সরস্বতীর বরপুত্র ওহে,
জিহ্বাগ্রে তব, বাক্য-নবাব,
ত্বরিত স্ফুরিত জলদি-জবাব।
রিক্ত জনে রস-সিক্ত করি
উদার আতিথ্যে দিয়াছ ভরি।
বাসর শয্যা হ'তে শ্মশানের পর
রসনাটি সর্বদা রসেতে প্রখর।
অম্ল-মধুর-শ্লেষ কঠিন কুহক
রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভরে তুমি বিদূষক !
হুঁকায় তুলিয়া ধূম সদাই সহাস
জীবনের সব তাপ করি 'পরিহাস'
সাঙ্গ করেছ খেলা বঙ্গ ভরে
জন্ম-মৃত্যুদিন বাঁধি এক ডোরে !
আজও মনে অক্ষয় দাদাঠাকুর নাম
রসার্ণব হে, লহগো প্রণাম।

সংস্কৃতি

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

'সংস্কৃতি' নিয়ে অনেক কথা। হৈ-চৈ। সব সময়ই ব্যস্ত থাকা, ঘাড়ে ঝোলা, গায়ে চোলা এবং গালে দাড়ি নিয়ে বেশ কিছু লোক ডাল ছাড়া বাঁদরের মতো এ সভায় ও অনুষ্ঠানে সদাই উপস্থিত। এঁরা উৎসাহী, কর্মী। এঁদের সাংস্কৃতিক জীবের বা কর্মীর স্বীকৃতি দাবি অনাদায়ে জজ হতে গিয়ে নোটারী পাবলিকের মতো অবস্থা। এঁরা সব বোঝার ভাল করেন। কেউ সাদা ধুতি, সাদা চাদর, কেউ বা খদ্দর পরেন। নব্যরা প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবী অথবা পরিপাটি করে চলেন। হাঁটায়, কথা বলাই, দাঁড়ানোয় নব্য বউ এর লজ্জা লজ্জা আড়ষ্টভাবে চলাফেরার মতো। কোথায় যেন চোখে ঠেকে। এঁরা কিন্তু মানুষ ভাল। কেবল অভিমানে গোঁসা করে মাঝে মাঝে। এঁদের মানিয়ে নিয়ে চলতে পারলে ষোল আনাই লাভ। এঁদের বোঝা চাপালে অনায়াসে বৈতরণী পার। কেবল পারের কড়ি হিসাবে কাউকে সভাপতি করতে হবে, কাউকে মাইকে বলতে দিতে হবে। কাউকে টি, ভি, ক্যামেরায় দেখালেই 'দেখবো এবার জগৎটাকে'—বলে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। এঁরা বাড়ীতে ব্রাত্যা পাড়ায় শ্রদ্ধেয়, স্কুলে অধ্যাপক। গ্যাঁটের কড়ি ও সময়ের ঘড়ি দুটোর কেউ এদের বাস্তবের পাঠ দিয়ে আটকাতে পারেনি। এঁরা সব খায়, কেউ জাবর কাটে, কেউ বদহজমে ভোগে। তথাপি গেস্ট্রোনমার হিসাবে খ্যাতি আছে। এরকম এক ভাল মানুষের পো সংস্কৃতির ডেফিনেশন দিয়ে গেলেন। সংস্কৃতি বললে আমার কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়, পাঠ ভুল করে বলে ফেলি "কে আমায় ডাক দিল ভিতর হতে বাহির পানে" তারাশংকর সমরেশ বোসকে বলেছিলেন, বাইরের চোখ দিয়ে ভিতর দেখার ক্ষমতাই সংস্কৃতি ও সাহিত্য। তা এখন ক'জনের? 'কোথায় পাবো তারে' বলে কার চিৎকার করতে দায় কে'দেছে। ভস্মলোচনের মতো সবাই এখন নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে ব্যস্ত। ভিক্টোর হুগো এক জায়গায় লিখেছেন "He who not (৩য় পৃষ্ঠায়)

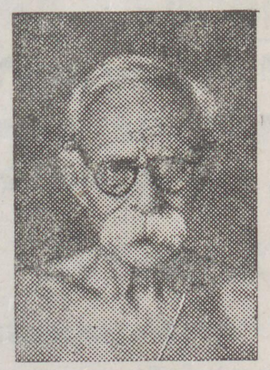

প্রসঙ্গ

দাদাঠাকুর

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) জীবিত-কালেই হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িককালে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতি ব্যক্তির লেখনীতে উঠে এসেছে তাঁর প্রসঙ্গ। 'প্রসঙ্গ দাদাঠাকুর' শিরোনামে সেই সব অনবদ্য রচনা প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সংখ্যার লেখক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়]

দাদাঠাকুর ও ব্যঙ্গ কবিতা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যঙ্গ কবিতা নিয়ে কথা উঠলে বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা কবির কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ কবিতার কবি দাদাঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় আজও বাংলা ব্যঙ্গ কাব্যে ও সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর মতো চরিত্রের আদর্শবাদী কবি ও সাংবাদিক আজও বাংলায় আর দেখা যায়নি। তিনি এক অনন্য পুরুষ। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি হতেন কঠোর। অন্যায় ব্যঙ্গে বারে বারে প্রতিবাদ করেছেন। দাদাঠাকুর ছিলেন নির্ভীক পুরুষ। তিনি ধনী বা প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তির কাছে কোনদিন নত হননি। অত্যাচারীর ঔদ্ধত্যকে ব্যঙ্গ কবিতায় প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সেকালে একশ্রেণী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে লিখেছিলেন :

বৃত্তি তোমার ছিল আগে যজন যাজন অধ্যাপনা,
স্ববৃত্তি নাই শ্ব-বৃত্তি তাই, তার উপরে ছিঁচকেপনা।
ব্রাহ্মণত্ব নাই কো মোটে বামনেমিটা আছে খুবই—
নিজের পেটে গলদ ভরা পরকে বল ছুঁবি ছুঁবি।
নবমীতে লাউ খেলে কে, এই নিয়ে তার নিন্দাগাহ—
গরু খাওয়ার অপরাধে একঘরে তায় করতে চাহ।
শয়তানিকে বুকের মাঝে দিবানিশি রাখছ পুষি,
লোক দেখিয়ে সন্ধ্যা করো ঠনঠনিয়ে কোশাকুশি।

দাদাঠাকুরের পুত্র শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত জানিয়েছিলেন, তিনি ভাটপাড়ার প্রাচীনপন্থী জনৈক ব্রাহ্মণের গোঁড়ামির ব্যাপারে মর্মাহত হন। তিনি গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও লিখেছিলেন।

মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে এ কথা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর রচিত একটি কবিতার কিছু অংশ হলো এই :

ঘৃণ্য ভেবে ছুঁবি ছুঁবি করো যারে,
বিজয়ার দিন প্রতিমাটি চাপাও কিন্তু তাদের ঘাড়ে।
নির্মাণেতে নাইকো বাধা,
আপত্তি নাই বিসর্জনে,
মধ্যে কেবল শূদ্র-ক্ষুদ্র,
অবহেলার বিষ অর্জনে।
যদি বলো উঁচু-নিচু
গুণ কর্ম বিভাগেতে,
এ আইন মা সবাই মানি,
আপত্তি তো নাইকো এতে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে কয়েকবার গিয়েছি। দাদাঠাকুরের বাড়ি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পণ্ডিত প্রেস' আমার প্রিয় স্থান। আশে-পাশে ঘুরে ওখানে বসে দাদাঠাকুরের বাড়ির অনেকের সঙ্গে গল্প করে কিভাবে সময় কেটে যেত বুঝতে পারতাম না। সে এক মধুর স্মৃতি।

সংস্কৃতি (২য় পৃষ্ঠার পর)

knows 'He' is a kid teach him" আর "He who knows 'He' is a man respect him."। আয়না আর আতস কাঁচে পার্থক্য আছে। আয়না শুধু দেখায় আর আতস সূক্ষ্মভাবে দেখায় ও বোঝায়, প্রয়োজনে পোড়ায়। ফলে সঙ সেজে কৃতি হওয়ার চেষ্টা একদিন Modern Times এর মতো সৃষ্টি এনে দিতে পারে। সংসারে আপচো বলে কিছুই নেই। বেগার খাটাও খাটা, আপচো কাজ খোঁজাও কাজ। সাদামাটা মানুষ হিসাবে যা বুঝি তা হল কর্ম, কাজে কায়মনবাক্যে ভিতরের মানুষটার সঠিক প্রকাশই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি নিয়ে সাধু, চলতি দোষের মতো মজার মজার ঘটনা মনের কোণে ঝিলিক মারে। একবার শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দু পত্রী রাণাঘাটের একটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। প্রথা অনুযায়ী বক্তব্য রাখেন। খুব সুন্দর দেখতে। অসাধারণ হাতের লেখা ও মজার মানুষ। ওর বক্তব্যের পর আমরা তল্পী বাহকরা স্যারের ব্যাগ রজনীগন্ধা নিয়ে ৩ টাকা কিলোমিটারে ভাড়া করা গাড়ীমুখো হয়েছি। হঠাৎ একটা ছেলে 'স'-এ জোর দিয়ে বলতে লাগল—এবার আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। বলামাত্র ঢপ্ ঢপ্ করে ড্রাম, সিনথেসাইজার বাজতে লাগল। স্যার মুচকি হেসে বললেন, "আমরা এতক্ষণ এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম করলাম বুঝলি।"

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রপল্লীতে ৫¾ কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ করুন—
ফোন নং ০৩২৬-২৩০৬৬৯১

জায়গা বিক্রী

উমরপুর কচুর হাট পিচ রোড লাগোয়া কম বেশী ৫½ শতক এবং গোপালনগরে পিচ রাস্তা লাগোয়া ৭ শতক জায়গা বিক্রী হইবে।
রাজারাম মুন্দ্রা. ফোন : ২৬৪২২১

জঙ্গিপুরে প্রায়ই একটি সাইকেল রিক্সায় আশে-পাশে ঘুরতাম। একদিন সাইকেল রিক্সাওয়ালা আর আমি দু-জনে চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে গল্প করছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুর্শিদাবাদের নাম করা লোকদের নিয়ে কি ধরনের গল্প আজও শোনা যায়? আমার প্রশ্ন শুনে সে বলেছিল, এক : সিরাজ; মুর্শিদাবাদের নবাব। তাঁর কথা, পলাশী যুদ্ধের কথা আজও লোকে বলে। দুই : জঙ্গিপুরের দাদাঠাকুর। যিনি খালি পায়ে ঘুরতেন; জুতো পরতেন না। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলকে জুতিয়ে গেছেন। আমাদের আলোচনা দাদাঠাকুরকে নিয়ে। এই কারণে দাদাঠাকুরের আরও কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করবো।

বাংলার সাংবাদিকদের নিয়ে আলোচনাকালে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে। তিনি 'বিদূষক' পত্রিকা চালাতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজও এই জেলার একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বাংলার এই মহান পুরুষ কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে 'বিদূষক' পত্রিকা এবং তাঁর লেখা 'বোতল পুরাণ' বিক্রি করতেন। দাদাঠাকুর চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সেকালের বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকা যেমন : 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি কাগজে তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গ ছড়া-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আজও দাদাঠাকুর কিংবদন্তীর নায়ক। তিনি বহু সংখ্যক ভোটে চানাচুরওয়ালা কান্তিকচন্দ্র সাহাকে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছিলেন। এই রকম বহু কাহিনী আজও জঙ্গিপুর এবং কলকাতায় অনেকের মুখে মুখে ঘুরছে।

চিকিৎসা বিভ্রাটে ছাত্রীর মৃত্যুতে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চিকিৎসা বিভ্রাটে মারা গেল জঙ্গিপুর মহাবীরতলার গয়ানাথ ভকতের ১৬ বছরেরর মেয়ে প্রিয়াংকা ভকত। খবরে জানা যায়, কয়েকদিনের জ্বর নিয়ে প্রিয়াংকা ভর্ত্তি হয় ২ মে সকালে ডাঃ সমীরকান্ত দত্তের তত্ত্বাবধানে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে একই দিনে ডাঃ দত্ত প্রথমে টাইফয়েডের পরে নিমোনিয়ার ও শেষে টি, বি-র চিকিৎসা করেন। রাত ১২'৩০ নাগাদ প্রিয়াংকা মারা যায়। এ খবর পেয়ে মহাবীরতলার কয়েকশো ছেলে এসে জঙ্গিপুর হাসপাতালের জরুরী বিভাগ ভাঙচুর করে। কর্তব্যরত ডাক্তার শ্যামল চ্যাটার্জী ওদের হাতে নিগৃহীত হন। পুলিশ অভিযুক্ত অমিত সিংহ রায় ও দেবাশিস সিংহ রায়কে ধরতে গেলে রোগীর আত্মীয় স্বজনরা ডাঃ দত্তের লেখা প্রেসক্রিপসন তুলে দেয় পুলিশের হাতে। পুলিশ অবস্থা বুঝে পিছু টান দেয়।

আফিডেবিট

আমি ছন্দা দাস (ঘোষ) ওরফে ছন্দা ঘোষ। গত ১৯-৮-৯৮ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে ২৯৯৩ নং আফিডেবিট বলে ছন্দা দাস হইয়াছি।

প্রণবের নয়, রাজ্য সরকারের (১ম পৃষ্ঠার পর)

১৮ নং ওয়ার্ডের বর্তমান প্রার্থী ও পুরসভার বিরোধী দলনেতা ও বর্তমানে ১৪ নং এর প্রার্থী বিকাশ নন্দ। আসন্ন পুর ভোটে কংগ্রেসে গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সভাপতি নিজামুদ্দিন বলেন, ''পূর্বে হুসেখাব আলম সি পি এমের সঙ্গের যুক্ত হয় বলে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পরে ভুল স্বীকার করে স্টেটমেন্ট দেওয়ার কথা বললে তিনি মনোনয়নের আগে জমা দেওয়ায় তাঁকে আমরা সিম্বল বা চিহ্ন দিইনি। আমাদের পরিষ্কার ধারণা মূল স্রোতের কাছে ফিরে আসতে হবেই। এটা বৃহত্তর পরিবার। এখানে এরকম হয়। ধুলিয়ানে রাখতে চাইছে ও জঙ্গিপুর পুরসভায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। আমরা আশাবাদী। এরপর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, ''কালু খাঁ দলীয় পদ থাকা সত্ত্বেও স্টিয়ারিং কমিটিকে মানছি না বলে ও সব ওয়ার্ডে প্রার্থী দেব বলে সংবাদ মাধ্যমে জানায়। এর বিরুদ্ধে কি শাস্তি গ্রহণ করছে দল? নিজামুদ্দিনের সাফ জবাব, ''দেখলেন তো ২০টিতেই প্রার্থী দেবে বলে শেষে ৪টিতে প্রার্থী দিয়েছে। আমরা ভাবছি ওকে নিয়ে কি করা যায়।'' এতে জনমানসে কি কোন প্রতিক্রিয়া পড়বে? তাঁর জবাব না; ''কোন ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থের জন্য কংগ্রেস দল পরিচালিত হয় না।''

পরিবেশকে ভালবাসুন

গাছ কাটা নয় ★ দূষণ যানবাহন ব্যবহার নয়
প্লাস্টিকের অপব্যবহার নয় ★ নদী জলাশয়ের দূষণ নয়
সতেজ স্বচ্ছ বাতাসে—সুস্থ সজীব ভাবে বাঁচুন

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা—৩০৪ (২৮) / তথ্য / মুর্শিঃ তারিখ ২৭-৪-২০০৫

উত্তরপত্র উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডেকে সভার সিদ্ধান্ত মতো থানায় ডায়েরী করেন এবং ইংরাজী নম্বর ছাড়া গত ২৬ এপ্রিল বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্টও বার করে দেন। এই দায়িত্বহীনতার জন্য ম্যানেজিং কমিটি ঐ শিক্ষককে ভৎর্সনাও করেন বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর পৌর নির্বাচনে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অধিবাসীরা নীরব। মুখ খুলতে নারাজ। ভোটব্যাঙ্কে কতটা প্রভাব ফেলবে সে বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে পরিস্থিতি চাপা-থম-থমে। অন্যদিকে সুশান্ত প্রেমীদের সতর্ক দৃষ্টি; নিশব্দ পদচারণা। ১৬তে দীর্ঘদিন পর মনোবল খুঁজে পাওয়া সুদীপ্তার স্বামী অশোক সাহার স্মিত হাসি, বাড়ী বাড়ী ভোটের ফেরী নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। সিংহভাগ যুবক সুদীপ্তা সাহার অনুগামী। এখানে বালি, সুগ্রীব দু'জনই রামের। যে জিতবে তাতেই লাভ। ফলে বামফ্রন্টের প্রচার অনেকটাই ঢিলে। ১৭তে ফঃ ব্লক প্রার্থী আশিস রুদ্রের বাড়ী বাড়ী ঘোরা। 'যদি কেউ ডাক শুনে না আসে তবে একলা চলো'র মতো প্রচার। অনাদিচরণ নাথের (বুড়ো) দাবী কিস্তি মাৎ করবোই। ১৮তে সি পি এমের শত্রুঘ্নের লোকজন বাড়ী বাড়ী প্রচার চালাচ্ছে। ক্লাব প্রতিশ্রুতি দেওয়া ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ মোটামুটি শেষ। বসে নেই কংগ্রেস প্রার্থী সমীর পন্ডিতও। এলাকায় সংযোগ গড়ে তোলার অভিযানে তিনি খুব ব্যস্ত। ১৯-এ কংগ্রেস সি পি আই এমে প্রচার প্রসারের হাড্ডাহাড্ডি শুরু হয়েছে। ২০তে কংগ্রেস সি পি এমের সবাই যুযুধান। প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলারের স্বামী বুদ্ধু ভোটের বাজারে অনেকটাই ট্রাম্প কার্ড। তথাপি এখন পর্যন্ত পাল্লায় বাটখারা ভারী সি পি এমের। ১৪তে গজনভী ও অজিত হালদার গতবারের বিজয়ী প্রার্থী বিকাশ নন্দকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিকাশ নন্দের অভিযোগ ''সব ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট ভোট জেতার জন্য উন্নয়নের নামে কাজ করছে। আমার ওয়ার্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে পাথর ফেলে ইট বিছিয়ে পিচ শেষ বলে হাত তুলে নিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। বঞ্চনা চোখে চোখে ধরা পড়ছে। তথাপি মানুষ আমার পক্ষে''। বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী ও জেলা সম্পাদক নৃপেন চৌধুরীকে নিয়ে সভা করেছে। অথচ কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটি এখনও ভোটের প্রচারে আসা নেতাদের জন্য, ভোট পরিচালনার টাকার জন্য, পোষ্টার ফেস্টুনের জন্য, আলাপ আলোচনার জন্য চাতক পাখীর মতো বসে রয়েছে। যে টুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে মধ্যপন্থার ভোটাররাই পরিবর্তনের সূচক। তারা চায় নিরাপদ প্রতিশ্রুতি যা দেয় হেভিওয়েট নেতার উপস্থিতি। নচেৎ বিপ্লবী মধ্যবিত্তের পিছু টান থেকেই যায়। ''তবে বড় প্রশ্ন পরিবর্তন। উপেক্ষা, উন্মাসিক, দাম্ভিকতার অবসান'' একথা বল্লেন সুশান্ত পান্ডে। এই পরিবর্তনের ঘোলা জলে প্রণববাবুরা মাছ ধরতে আসবেন কি? বড় জাহাজ জোয়ারের অপেক্ষায়। সে ফাঁকে পানসী নিয়ে বামফ্রন্ট আঘাত হেনে দেবে না তো অতর্কিতে? ভোটাররা পরিবর্তন চান। কিন্তু স্থায়িত্ব নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার নেতৃত্ব কোথায় পৌর কংগ্রেসে?

দোতলা নতুন বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে দুই কাঠা জায়গার উপর দুইতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। সরাসরি বাড়ীর মালিকের সাথে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—
নারায়ণচন্দ্র পাল, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সর্বাধিকারী অনুক্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।